আমার বক্তব্য খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–আব্দুল মান্নান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়ে এ জবাব দেন। এতে বলা হয়, তিনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেননি। তার বক্তব্য খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করে অভিযোগ করা হয়েছে।আর যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন।

আজ শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২-এর বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের খাস কামরায় শোকজের উত্তর দেন প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মনোনীত প্রতিনিধিরা। এ সময় প্রার্থীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী এবং আইনজীবী হিসেবে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের উত্তরে আব্দুল মান্নান আরও বলেছেন, আমি কোন জনসভা করি নাই। আমি আগে ৩ বার নির্বাচন করে দুইবারই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আমার বাড়ি ঐ ইউনিয়নে হাওয়াতে গত ১ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আসার পথে আমি সিরাজ মেম্বরের দোকানের সামনে জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। এ সময় আমি বিএনপি-জামায়াতের হরতাল অবরোধের সমালোচনা করেছি। তাদের উদ্দেশ্যে করে বলেছি, যারা ভোট চোর তারা এবার নির্বাচনের অংশগ্রহণ করছে না। কোন ভোট চোর নির্বাচনে জিততে পারবে না বুঝতে পেরে এবার তারা ভোট করছে না। প্রধানমন্ত্রী চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এজন্যই আমি এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি।

ইতোপূর্বে গত ১০ ডিসেম্বর বুধবার মেহেরপুরের সংসদীয়-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজ নোটিশে বলা হয়েছিলো, আপনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর উপজেলা) আসন থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এসএম ইব্রাহিম শাহীন মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটিতে লিখিত অভিযোগ করেছেন, সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হয়েও আপনি গত শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) আমঝুপি বাজারে সিরাজ মেম্বারের সারের দোকানের সামনে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য প্রদান করেছেন। আপনি বক্তব্য প্রদানকালে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ও আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটচোর বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

আপিলে প্রার্থিতা ফেরত পেলেন মোখলেসুর রহমান মুকুল

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাতিলের রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) করা আপিলের মাধ্যমে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন মোখলেসুর রহমান মুকুল। তিনি মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন।

আজ রবিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে এই আপিল শুনানি শুরু হয়, চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থিতা বাতিল ও বৈধ প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে ৯৪টি আবেদনের শুনানি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর মধ্যে ৩২ জনের আপিল নামঞ্জুর এবং ৬টি আবেদন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে এবং ৫৬ জনের প্রার্থিতা ফেরত পেয়েছেন।

আপিলের প্রার্থীতে ফেরত পাওয়া মোখলেসুর রহমান মুকুল গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। যাচাই-বাছাইকালে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়নপত্র অবৈধ বলে

শৈলকুপায় পুলিশের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের হয়রানির অভিযোগ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের কর্মী সমর্থকদের ভীতি তৈরি করতে পুলিশী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসন থেকে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন নজরুল ইসলাম দুলাল। তার জনপ্রিয়তায় ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিরোধী পক্ষের ইন্ধনে তার কর্মী সমর্থকদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে অভিযোগ করেছেন।

বুধবার বিকেলে শৈলকুপার শেখপাড়া এলাকা থেকে নজরুল ইসলাম দুলালের সমর্থক জাসেবকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জাসেব সাংবাদিকতার পাশাপাশি তার বাবার সারের ব্যবসা দেখাশোনা করেন।

সে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সর্মথক হওয়ায় তাকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানায়।

সাংবাদিক জাসেবের আটকের বিষয় নিশ্চিত করে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঠাকুর দাস মন্ডল জানান, ভুলক্রমে জাসেবকে আনা হয়েছে। নিরিহ ব্যক্তিকে কেনো পুলিশী হয়রানি করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেন কোন ভাবেই বিতর্কিত না হয় সেটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপর। তারপরও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুলিশের এহেন অতি উৎসাহী হওয়া দেশে উৎসবমুখর নির্বাচনের পরিবেশকে

বাঁধাগ্রস্থ করবে। তাই অচিরেই নির্বাচন কমিশনকে অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মনোনয়ন দাখিল

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ শে নভেম্বর) দুপুর ৩ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রিটারিং অফিসার শামীম হাসানের হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কামরুল হাসান চাদু ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান প্রমুখ।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের

স্বতন্ত্র প্রার্থী মকলেছুর রহমান মুকুল

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে তালিমুল কোরআন ইসলামী একাডেমি মাদ্রাসার সামনে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের সভাপতিত্বে এবং পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুল, সাবেক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মাস্টার সহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুলকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন,দলীয়ভাবে যে প্রার্থী দেয়া হয়েছে তাকে দলের এবং জনগণ কেউ চেনেনা বা তার সম্পর্কে জানেনা ভোটারটা। সেইজন্য উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে যে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে আমার পক্ষ থেকে নৈতিক সমর্থন থাকবে তার জন্য তবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলাপ করে আমি সরাসরি কাজ করবো কিনা সেটা তখন জানাবো। ইউনিয়ন পর্যায়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা প্রত্যেকে মকলেছুর রহমান মুকুল কে সমর্থন প্রদান করেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিতদের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে আওয়ামী লীগের একক স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণা করেছেন মনোনয়ন বঞ্চিত নেতারা। গতকাল বুধবার রাতে শহরের হোটেল বাজারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেন নেতারা।

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে প্রার্থী ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কামরুল হাসান চাদু, জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

এসময় প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, আমাদের ভোট নৌকার বিরুদ্ধে না আমাদের ভোট হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর এই ভোটে যদি আমরা জয়ী হয় তাহলে সেই ফসলটা শেখ হাসিনার গোড়ায় উঠবে।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী সকলেই যোগ্য নির্বাচন করার জন্য। তারা সকলেই গণমানুষের নেতা। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে। তারা সকলে মিলে যে উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়ে আমাকে বাছাই করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মুক্তি চাই। তারা শোষণ থেকে বাঁচতে চাই।

তিনি বলেন, আমি মান্নান, আমি ভোট করছি না, আপনারা করছেন ভোট। নারী, পুরুষ, শিশু কিশোর নির্বিশেষে সকলেই করছেন ভোট। আমি শুধু এমপি প্রার্থী না, আমি প্রতিবাদী প্রার্থী। আমি মানুষকে ভালবাসি, আমি মানুষের ভালোবাসা পেতে চাই মানুষকে ভালবাসা দিতে চাই।

ঘোষণাকালে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, যেই লোকটাকে আমরা কাছে পাবো,পাশে পাবো তৃণমূলের কথা শুনবে, তৃণমূলের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই আমরা বেঁছে নিয়েছি। ৭ ই জানুয়ারি আমরা সকলে মিলে প্রফেসর মান্নানকে বিজয়ী করবো।

প্রস্ঙ্গত, গত ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর-১ আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে মনোনয়ন প্রদান করেন। একই দিন সকালে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় নির্বাচন করে আসার সুযোগ নেই। বিরোধী প্রার্থীকে কেই কোন ধরণের হুমকি বা ঝামেলা করলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি তিনি দলের কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হয়ে আসলে তাকে স্বাগত জানানো হবে। এর পর থেকেই মনোনয়ন বঞ্চিতদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়।

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়ে দলীয় মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন বর্তমান সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনসহ ১৪ প্রার্থী। বাকি ১৩ প্রার্থী হলেন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, জিয়া উদ্দিন বিশ^◌াস, আব্দুল মান্নান (ছোট) অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনের ছেলে তানভির রানা।

মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীনের পদত্যাগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুল আরেফিন।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এরআগে প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান রাখায় দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সম্মাননা লাভ করেন।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী দেয়নি। আসনটি এখনও ফাঁকা রাখা হয়েছে। ইনুকে ছাড় দেওয়ার জন্য আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। বিএনপি-জামায়াত না আসায় এবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ইনুকে ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে কামরুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এরপর বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা ছাড়াও জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কামারুল আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নির্বাচন করব এবং এ নির্বাচনে জয়লাভও করব, ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘কুষ্টিয়া-২ আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। যদি আমাকে দল নৌকা দেয় তাহলে আমি দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করব। আর দল না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করব। আর সেজন্যই আজ পদত্যাগ করলাম। আমাদের দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হবে। তাই আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জনতার কাতারে চলে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই আসনে জাসদ নেতা ইনু সাহেব আওয়ামী লীগের ৮০ ভাগ ভোটের ওপর ভর করে বিগত তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছর উনার (ইনুর) ২০ ভাগ ভোট নিয়ে এবার নির্বাচন করতে হবে। তার সময় মিরপুর ভেড়ামারায় আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাই তাকে আর এমপি হিসেবে দেখতে চায় না। দুই উপজেলার নেতাকর্মীরা মুখিয়ে আছে আমাকে ভোট দেওয়ার

জন্য। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের নেতা আমি, আমি জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই।’

গত তিনটি নির্বাচনে পর পর কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে তথ্যমন্ত্রী হন তিনি। পরপর তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা নিয়ে দলটির নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় নির্বাচিত হন ইনু।

মিরপুর ও ভেড়ামারায় কামারুল আরেফীনের বিশাল ভোট ব্যাংক রয়েছে। পরপর দুটি উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল জোয়ার্দ্দারের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ জোয়ার্দ্দার বিপুল।

রবিবার বিকেলে নাগদাহ গ্রামস্থ তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল উল্লেখ করেছেন যে, আসন্ন ১১ নং নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার নির্বাচনী প্রতীক চশমা। নির্বাচনে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নৌকার প্রার্থী হায়াত আলী ও তার সমর্থকেরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকিসহ তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী)

নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করছে।

গত ১১ মার্চ শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় নৌকার সমর্থকেরা দা, লোহার রড ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইউনিয়নের জহুরুলনগর গ্রামে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ সময় জহুরুলনগর গ্রামের রিন্টু, সহিদুল ও মোবারেক নামের তার তিন সমর্থককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে এবং নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এছাড়াও আরেক সমর্থক বুদোইকেও মারধর করে জখম করে।

তিনি বলেন, জহুরুলনগরে সংঘটিত ঘটনার পর ওই রাতে নৌকার সমর্থকেরা আরো সংগঠিত হয়ে ইউনিয়নে তার (স্বতন্ত্র) বিভিন্ন নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জহুরুলনগর গ্রামের তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সমর্থকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। তারা বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নাগদাহ ইউপি নির্বাচন আদোও সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুদৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের পিতা বর্ষিয়ান আওয়ামীলীগের নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, খাজাউদ্দিন, মানিক মিয়া, গোলাম মোস্তফা, বুলবুল জোয়ার্দ্দার, বাক্কা জোয়ার্দ্দার, পিন্টু মন্ডল, মজিবর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক ও সুরুজ হোসেনসহ গ্রামবাসি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কাদেরের সংবাদ সম্মেলন করে

প্রার্থিতা প্রত্যাহার

দর্শনা পৌরসভা উপনির্বাচনে মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কাদের(৫৫) দর্শনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছে। তিনি দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের ইউছুফ আলীর ছেলে ও বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামি সমর্থীত প্রার্থী ছিলেন। দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী ছিলেন।

গতকাল রোববার দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা পেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

আব্দুল কাদের তার লিখিত বক্তব্যে বলেন,দর্শনা পৌরসভা উপনির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতের দলীয় স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করি। গত শুক্রবার রামনগরে আমার দলের নেতা কর্মী সমর্থক নিয়ে গণ সংযোগ করছিলাম। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা ফয়সাল ও ফলেয়ার সহ বেশ কিছু লোকজন তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং বিভিন্ন ভাবে আমার প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এছাড়া গত শনিবার দুপুরে দর্শনা পৌর জামায়াতে আমির সাহিকুল আলম অপু ও ছানোয়ারসহ দুজন নেতাকর্মী কে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে দর্শনা পৌর উপ- নির্বাচনে নির্বাচনীয় পরিবেশ না থকায় আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার আব্দুল কাদেরের নির্বাচন পরিচালনার পরিষদের আহবায়ক আসকার আলী, পৌর জামায়তের ভারপ্রাপ্ত আমির গোলজার হোসেন।

আমদহ ইউপি নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আনারুল ইসলামের

মনোনয়নপত্র জমা

আমদহ ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ আনারুল ইসলামের মনোনয়নপত্র জমা।

বুধবার বিকেলে সদর উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়।

আমদহ ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ আনারুল ইসলামের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন আশরাফপুর ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোরুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আজিম মন্ডল, আশরাফপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ঝন্টু হালসোনা ও সাধারণ সম্পাদক জিয়া, ইসলামপুর ও সাহেবপুর ৮ নাম্বার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক টিটু খান, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।